"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় সময় দাও, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে, সকলের থেকে মোহমুক্ত হয়ে যাবে, বাবার গলার হার হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা গডফাদারের দ্বারা কোন্ দুটি কথার পড়াশোনা করে থাকো? ওই দুটি কথায় কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে?

*উত্তরঃ - গডফাদার তোমাদেরকে এটাই পড়ান যে - হে আত্মারা "দেহবোধ ত্যাগ করো" এবং "আমাকে স্মরণ করো" - এই দুটি কথা সম্বন্ধে এই জন্যই পড়ানো হয়, যাতে এখন তোমরা এই পুরাতন দুনিয়াতে আবার পুরাতন শরীর ধারণ না করো । এখন তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আমি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি, সেইজন্য দেহ সহ সবকিছু ভুলে যাও।

*গীতঃ- তুমিই তো মাতা, পিতাও তো তুমি....

ওম্ শান্তি । শালগ্রাম বাচ্চারা এ'কথা জানে যে, তারা কোনো মানুষের থেকে কোনো শাস্ত্র শুনছে না। একে সৎসঙ্গ বলা হয় না, একে বলা হয় পড়াশোনা। মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলবে যে - আমরা সৎসঙ্গে যাই অথবা বলবে যে আমরা কলেজে যাই। এ কথা তো তোমরা জানো যে সৎসঙ্গে থাকে সাধু, সন্ত, বিদ্বান ব্যক্তিরা - যারা ভালো ভালো কথা শোনায়। স্কুলেও টিচার প্রফেসররা পড়ায়, তারা সকলেই মানুষ। কিন্তু এখানে এই শিক্ষক মানুষ নন। ইনি হলেন অসীম জগতের আত্মিক পিতা যাঁকে বলা হয় - ত্বমেব মাতাশ্চ, পিতা ত্বমেব... এই মহিমা গান দেবতাদের জন্য নয়, এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর শঙ্করের জন্যও নয়। এ'হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। বাচ্চারা এখন জানে যে - নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর ধারণ করে নিজের পার্ট প্লে করছেন। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদেরকে পড়াতে পারে না। ব্রহ্মাকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। এনাকে বলা হয় প্রজাপিতা, একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনি পতিতকে পবিত্র করে তোলেন, কারণ জ্ঞানের সাগরের দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। এ হলো নতুন কথা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়ার ফলে সেই জ্ঞান খন্ডিত হয়ে গেছে। তাহলে মানুষ জানবে কি করে যে, নলেজফুল পরমপিতা পরমাত্মা এসে নলেজ প্রদান করেন। এ সকল কথা মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়। এমনটা নয় যে দ্বাপর যুগের আদিকালে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে। না, তা নয়। বোঝানো হয় যে, সবার প্রথমে বাবার চিত্র, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করা হয় - এর থেকেই ভক্তি মার্গের সূচনা হয়। অনেক কাল ধরে প্রথমে পরমাত্মার ভক্তি চলতে থাকে, কারণ সবার উপরে তাঁর স্থান। প্রথমে তাঁর পূজা শুরু হয়। একমাত্র পূজন যোগ্য হলেন শিব। এমনটা নয় যে - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর কিম্বা জগদম্বা, জগতপিতা পূজার যোগ্য। এদের সকলকেই পূজন যোগ্য করে তুলেছেন একমাত্র শিব বাবা। সুতরাং তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভক্তি হয়ে থাকে। ইনি (ব্রহ্মা) তো তাঁর তুলনায় কিছুই নন। যদি এনার দেহে পরমপিতা পরমাত্মা না আসতেন, তাহলে এনারও পূজা হওয়া কি সম্ভব ছিল? সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ভক্তি কিভাবে শুরু হবে? শিব বাবা তো বিচার সাগর মন্থন করেন না, বাচ্চাদেরকে বিচারসাগর মন্থন করতে হবে। জগদম্বা সরস্বতী, যিনি ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণী, তাঁকেও বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কেবলমাত্র একজনই রয়েছেন যাঁর স্থান সর্বোপরি, তিনি না এলে এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র করবে কে? এখন মনুষ্য মাত্র সকলেই হলো পতিত। তাই শিব বাবা না এলে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন কে? নিশ্চয়বুদ্ধি না থাকলে, বিজয়মালাতে স্থান লাভ করতে পারবে না। সুসন্তানেরা সর্বদা বাবার গলার হার হয়ে থাকে। বাবাও অত্যন্ত আনন্দিত হন যে - বাচ্চারা বড়ই আজ্ঞাকারী ও সুপুত্র। লৌকিক দুনিয়ায় অনেক মাতা পিতার ১২-১৪ টি সন্তান জন্ম নেয়, যাদের মধ্যে কেউ হয় কুপুত্র কেউবা সুপুত্র। পতিতপাবন বাবা ছাড়া পতিতদেরকে আর কেউই উদ্ধার করতে পারেন না। তোমরা জানো যে গঙ্গা নদীর তীরে গঙ্গা মন্দির রয়েছে। সকলকে বোঝাতে হবে যে - এই গঙ্গা প্রকৃতপক্ষে কে? একি কোনো শক্তি যার দ্বারা মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠে? শুধুমাত্র জলের দ্বারা কি মানুষ পবিত্র হতে পারে? বাবা বলেন যে, গঙ্গানদী পতিত পাবনী নয়। পরমাত্মার সাথে যোগ ব্যতীত কেউই পবিত্র হয়ে উঠতে পারে না। সেই জন্যই তোমাদেরকে গঙ্গাস্নান করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। যোগের অর্থ হল স্মরণ, বুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত হতে হবে। লৌকিক দুনিয়ায় অনেকেই অনেক প্রকারের যোগাসন ইত্যাদি করে থাকেন। অনেক রকমের হঠযোগ করে থাকে, তাকে যোগ বলা যায় না। অবলারা-মাতারা হঠযোগ সম্বন্ধে কি জানে?

মানুষ স্কুলে পড়াশোনা করে, তাতে ধাক্কা খাওয়ার (এখানে ওখানে ভক্তি করার মতো গিয়ে) কোনো ব্যাপার নেই। পড়াশোনা করে পরীক্ষা পাস করতে হয়, তারা জানে যে এই পরীক্ষা পাস করলে ভবিষ্যতে এমনটা হতে পারব। এখানেও তোমরা জানো যে - এও এক বড় পরীক্ষা, এখানে গডফাদার আমাদেরকে পড়ান। তিনি হলেন পতিত পাবন। তোমরা এখন গড ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ (ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীদের জীবন) পেয়েছো। বাবা পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে করে তোলেন? বাবা বলেন - হে আত্মারা, এই দেহবোধ ত্যাগ করো। এই পুরাতন শরীরকে তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রথমের দিকে তোমরা গৌরবর্ণের শরীরধারী ছিলে, এখন আয়রন এজেড হয়ে গেছো। এখন এই পুরাতন জগতে তোমাদের নতুন জন্মের নতুন দেহপ্রাপ্তি হবে না, কারণ এখানে তো প্রকৃতির ৫ তত্ত্বই তমোপ্রধান হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা, এখন আমি তোমাদেরকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাব, ঠিক যেমন ভাবে কল্পপূর্বেও নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কালেরও কাল। আমি সকলকেই ফেরত নিয়ে যাব। তারপর তোমাদেরকে অমরপুরীতে পাঠিয়ে দেবো। এখন এ তো হলো মৃত্যুলোক, পঙ্কিল দুনিয়া, তাই একে পরিশুদ্ধ করার জন্য ১০০ বছরের সঙ্গমযুগ প্রয়োজন। বাদবাকি, প্রত্যেকটা যুগের আয়ু ১২৫০ বছর হয়ে থাকে। শেষের দিকের এই সঙ্গম যুগের আয়ু অত্যন্ত স্বল্প। যেমনভাবে ব্রাহ্মণদের মাথার টিকি ছোট হয়, তেমনিভাবে সঙ্গম যুগের আয়ুও ছোট হয়। তারপর এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, তখন নতুন ঘরবাড়ি ইত্যাদি তৈরি করা শুরু হবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নতুন দুনিয়ায় আসেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অত্যন্ত শিল্পপ্রিয় সৌখিন, তাই রাজমহল ইত্যাদি সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে অত্যন্ত আগ্রহী হবেন। অত্যন্ত সৌখিন কোনো ব্যক্তি সোমনাথের মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। বিড়লারাও অত্যন্ত সৌখিন, কত সুন্দর রূপে তারা মন্দির গড়ে তুলেছে! শিববাবা হলেন সর্বপ্রথম পূজনীয়, তাই ভক্তি মার্গেও সর্বপ্রথম সোমনাথের মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। দ্বাপরযুগ শুরুর কিছু কাল পরে তা তৈরি হয়েছিল, তারপর পূজার্চনা শুরু হয়। এখন তো চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। রাত্রি কাল পূর্ণ হয়ে পুনরায় দিবসের সূচনা হবে।

বাবা বলেন - আমি রাত্রির অন্তিম কাল এবং দিবসের সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে এই জগতে আসি। এখন ভীষণ যুদ্ধের সময়। পুরানে লেখা রয়েছে যে - যাদবদের পেট থেকে সেই মহা বিনাশকারী বস্তু নির্গত হয়েছিল, যার দ্বারা সমগ্র কুলের বিনাশ হয়েছিল। তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ যে, বিনাশের জন্যই মানুষ কত ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা মনে করে কেউ না কেউ তাদের এই কার্যে প্রেরণা দিচ্ছে। উভয় পক্ষই বিনাশের জন্য মহা বিনাশকারী অস্ত্রশস্ত্র বোমা ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে। প্র্যাকটিক্যালে তোমরা দেখতে পাচ্ছ - একদিকে স্থাপনার কার্য চলছে আর অন্যদিকে বিনাশ সম্মুখে দন্ডায়মান। যদি কেউ বিনাশ নাও দেখে থাকে, তবুও বৈকুন্ঠ দেখতেই পাবে। ভালোভাবে পড়াশুনা করে, বাবার কাছ থেকে অসীমের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমাকে সাকার শরীরধারী কেউ পড়াচ্ছেন না। এখানে কোন শাস্ত্র ইত্যাদির কথা হচ্ছে না। জ্ঞানের সাগর স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা নিজেদেরকে দেহী জেনে বাবাকে স্মরণ কর। ভগবানুবাচ - বাচ্চাদেরকে তিনি বলেন যে - বাচ্চারা, আমি তোমাদের সামনে এখন এসেছি। যারা আমার সন্তান হয়, তাদের মধ্যেও কেউ প্রকৃত সন্তান হয়ে ওঠে, কেউ আবার সৎ সন্তান হয়। যারা প্রকৃত সন্তান হয় তারাই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়। যারা সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাদেরকে সৎ সন্তান বলা হয়। তারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। তারা আপন আপন পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রজা পদ লাভ করে। প্রকৃত সন্তানেরাই রাজত্ব লাভের অধিকারী হয়। তারা বাবাকে ভালবাসে তার বাবাও তাদেরকে ভালোবাসেন। গায়ন রয়েছে - তোমাকে সকলি দিলাম, সম্পূর্ণ সমর্পণ করলাম। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে, তবেই তো আমি সমস্ত সাহায্য করব। হিম্মত করে এগিয়ে এসো, তবে ঈশ্বরও সাহায্য করবেন। সংসারের বাকি সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে, এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। তোমরা বলো যে - আমরা বাবার, আমাদের সবকিছুই বাবার, বাবাকে আমাদের সমস্ত কলুষতা পুরাতন স্বভাব সংস্কার সব দিয়ে, পরিবর্তে স্বর্গের অসীম বাদশাহী এর উত্তরাধিকার নিয়ে নেব। এই পুরাতন দেহের প্রতি আমাদের আর কোন মোহ নেই। আমাদের কাছে আর কি আছে? মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন পুরাতন সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়। তখন সে সমস্ত কিছু পুরোহিতকে দিয়ে দেওয়া হয়। বাবা, এখন আমাদের সবকিছু আমরা তোমাকে দিলাম। এই সব কিছু থেকে মোহমুক্ত হওয়ার জন্য, আমরা নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকি। বাবা বলেন - মায়া পুনরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই কারণে ধীরে ধীরে যত আমার স্মরণে থাকবে, তাতে সময় অতিবাহিত করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। তারাই আমার গলার হার হয়ে যাবে। বাবা কত সহজে সুন্দর করে বোঝাতে থাকেন। বাবা বোঝাতে থাকেন যে - এই ব্রহ্মার দেহরুপী রথও ড্রামা অনুযায়ী আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অন্য কারোর দেহে আমি আসতে পারি না। তোমরাও বলে থাকো - বাবা, কল্পপূর্বে আমরাও তোমার সাথে এই বাড়িতেই এই ড্রেসে মিলিত হয়েছিলাম আর তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম - এ বড় সুন্দর সহজ কথা।

বাবা বলেন যে - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, আর অন্য কোনো দিকে যেন বুদ্ধি ধাবিত না হয়। মনে রেখো - অন্তিম

কালেও যে পুত্রকে স্মরণ করবে..... যদি কাউকে স্মরণ করো তাহলে সেখানে গিয়ে পরবর্তী জন্মগ্রহণ করতে হবে। অন্য কোথাও মোহ থাকলে চলবে না। অন্তিম কালে নিজের স্ত্রীকেও স্মরণ করো না.... বাবা আসেন পতিতকে পবিত্র করে তুলতে, তাঁর কত মহিমা রয়েছে। এক ওঙ্কার...। তাঁর একটাই নাম। তিনি তো কোনো শরীর ধারণ করেন না যে, বারে বারে তাঁর নাম পরিবর্তিত হবে। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে থাকো তাই তোমাদের ৮৪ বার নামকরণ হয়ে থাকে। বাবার মহিমাতে গায়ন করা হয় - তিনি নির্ভয়, শত্রুহীন, অকালমূরত.... তিনি কালেরও কাল, তাঁকে কালও বিনাশ করতে পারে না। বাবা বলেন - আমি সকলকে মুক্তিধামে নিয়ে যাব। আমি নিঃশত্রু, আমার সাথে কারোর শত্রুতা নেই। অকালমূরত, অযোনিসম্ভুত, আমি জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রে আসি না। এইভাবে তাঁর কত মহিমা গাওয়া হয়। গায়ন করা হয় যে তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা.... কলিযুগের দুঃখ হরণ করেন। তিনি সত্যযুগের সুখ প্রদান করেন। বাচ্চারা জানে যে - ভারতে সত্যযুগে একসময় জীবনমুক্তি স্থিতি ছিল। বাকি সকল আত্মারাই তখন শান্তিধামে ছিল - মনে পড়ে তো। সুতরাং যখন বাবা সঙ্গমযুগে এখানে আসেন, তখনই তিনি সকলকে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন আর অতঃপর তোমাদেরকে সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন। কত সহজ ব্যাপার। কিন্তু মায়া এমনই দুস্তর, যেই তোমরা এখান থেকে বাইরে যাবে, তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত কথা মায়া ভুলিয়ে দেবে। ঠিক যেমনভাবে মাতৃগর্ভ রূপী কারাগারে ধর্মরাজের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাজা দেওয়া হয়। তোমরা ত্রাহী ত্রাহী করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো আর বলতে থাকো যে, এমন পাপ আর পুনরায় করবে না। যেই মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়ে লৌকিক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করো, পুনরায় সব কথা বিস্মৃত হয়ে আবার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাও। কারণ এখন এই সমগ্র দুনিয়াটাই হল মায়ার রাজত্ব। সত্যযুগ ত্রেতাযুগে মায়া থাকে না। সেখানে তো অপার সুখ বিদ্যমান থাকে। এখন তোমরা পড়াশোনা করছো, এই পড়াশোনায় ঘর সংসার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বাবা বলেন - দেহ সহকারে সব কিছু ভুলে যাও। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের সন্ন্যাস। লৌকিক সন্ন্যাসীরা সীমিত জগতের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারা সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে চলে যায় আর পরবর্তীকালে পুনরায় শহরে ফিরে আসেন। তারা কত বড় বড় নামধারী হয়ে থাকে। বাবা বলেন - আমি কত সহজে, সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই। কত বৃদ্ধারা রয়েছে, তারা বলে যে, তারা ধারণা করতে পারে না। আচ্ছা, এ কথা তো জানো যে, তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমাত্মা? তিনি বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এতে তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখন তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছো, এ হলো স্বদর্শন চক্র । আত্মা এই চক্রের দর্শন করে। এখানেই নিরোগী কায়া তৈরি হয়। এই চক্রকে ভালোভাবে জানলে তবেই তোমরা উঁচু পদপ্রাপ্ত করতে পারবে, সেই জন্যই বাবা বলেন যে, স্বদর্শন চক্রধারী হও। কত সহজে বাবা বোঝাতে থাকেন! সহজ স্মরণ, সহজ এই সৃষ্টি চক্র আর কোন কষ্ট নেই। এ হল সত্যিকারের উপার্জন। বাদবাকি ধনসম্পত্তি তো সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে, সব চলে যাবে। সমগ্র সাগর উথাল পাথাল হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভয়াল রূপে আসবে। এক সময় ভারত ছিল সত্যভূমি আর কোন ভূখণ্ড ছিল না। ভারত হল শিব বাবার জন্মভূমি। এ হলো সবচেয়ে বড় তীর্থভূমি। ভারতে সোমনাথের মন্দির কত সুন্দর রূপে বানানো হয়েছে। এখন তো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক অনেক মন্দির বানায় ।

বাবা বলেন যে, এই সময়ে বিবাহ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অধঃপতনের কারণ। তারচেয়ে বরং শিব বাবার সাথে গাঁটছড়া বাধাতেই উত্তরণ হবে। শিব বাবাই প্রকৃত সাজন (প্রিয়জন), তিনি স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। তোমরা এখানে এসেছো, তোমরা জানো যে, তোমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠবে। এমনটা নয় যে, এখানে পুরুষদেহধারী আত্মা সত্যযুগে গিয়ে পুনরায় পুরুষ দেহই ধারণ করবে। এ তো পরিবর্তিত হতে থাকে। কোনো পরিচ্ছদ পুরুষের কোনো পরিচ্ছদ নারীর। বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগ কিভাবে হয়। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে নলেজফুল গডফাদার এসে পড়াচ্ছেন । মানুষ কখনোই একসাথে ফাদার, টিচার এবং সৎ গুরু হতে পারেন না। ফাদার এবং টিচার একত্রে হতে পারেন, কিন্তু গুরু হতে পারেন না। তাও জাগতিক বিদ্যার সাহায্যে কিভাবে সম্ভব। এই শিব বাবা তোমাদেরকে একেবারে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। কোনো কথা যদি বুঝতে না পারো, তাহলে হাজার বার জিজ্ঞাসা করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আজ্ঞাকারী সুপুত্র হয়ে বিজয় মালাতে গাঁথা পরতে হবে। বাবাকে নিজের সমস্ত অবগুণ দুর্বলতা অর্পণ করে, তাঁর প্রতি

সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে, সকলের থেকে মোহমুক্ত হতে হবে।

২) অন্তিম কালে যেন শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে থাকে - তার জন্য বাকি সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- সর্ব খাজানাকে নিজের মধ্যে সমাহিত করে, হতাশার ভাব অথবা ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে সদা প্রসন্নচিত্ত ভব

বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সমানভাবে সকল খাজানা দিয়েছেন । কিন্তু অনেকেই তা প্রাপ্ত করে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না অথবা সময় অনুযায়ী তা কাজে লাগাতে জানে না। ফলস্বরূপ সফলতাও প্রাপ্ত করতে পারে না। তখন নিজের প্রতি হতাশ হয়ে যায়, ভাবে হয়তো - আমার ভাগ্যই আমার প্রতি বিরূপ। তখন তারা অন্যের বিশেষত্ব এবং ভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়। এইরকম হতাশাগ্রস্ত বা ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কখনো প্রসন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সদা প্রসন্ন হয়ে থাকতে হলে, এই উভয় বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো।

স্লোগানঃ- স্বার্থ রহিত হয়ে যে সত্য হৃদয় থেকে সেবা করে, সে-ই হলো স্বচ্ছ আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;